The Bangladesh Monitor - A Premier Travel Publication

সাগরকন্যা কুয়াকাটায় পর্যটকদের ঢল

- A Monitor Desk Report Date: 01 April, 2025

পটুয়াখালি : সাগরকন্যা কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে যেন পর্যটকদের আনন্দের ঢেউ লেগেছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে আনন্দপিপাসু এই মানুষগুলোর ঈদ আনন্দ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। হাজার হাজার মানুষের ঢল নেমেছে এখানে।

প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের মধ্যে সৈকতে ঈদের উৎসব বাড়তি খুশির কারণ হয়ে উঠেছে। সোমবার (৩১ মার্চ) ঈদ জামাত শেষ হওয়ার পর থেকে সৈকতে এই আনন্দ উৎসব দেখা যায়। আজ সকাল (১ এপ্রিল)থেকে লোক সমাগম যেন আরও বেড়েছে।

পটুয়াখালী জেলার পাশাপাশি বরগুনাসহ আশপাশের জেলার বাসিন্দাদের আগমনে সৈকত আরও রঙিন হয়ে ওঠেছে। অবশ্য ঈদের দিনে স্থানীয়দের ভিড় থাকলেও পর্যটনসংশ্লিষ্টরা বলছেন, মঙ্গলবার (১ এপ্রিল) থেকে দেশের নানা প্রান্তের এবং বিদেশি পর্যটকদের উপস্থিতি বেশি থাকবে।

কথা বলে জানা গেল, কুয়াকাটার অধিকাংশ হোটেল-মোটেলের কক্ষ অগ্রিম বুকিং নিয়েছেন পর্যটকরা। সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা সেখানে সময় কাটাবেন। কেউ কেউ রাত্রিযাপনও করবেন।

কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের লেম্বুর বন, শুঁটকি পল্লি, ঝাউবাগান, গঙ্গামতি ও বৌদ্ধ বিহারসহ সব স্পটে দর্শনার্থীদের ব্যাপক উপস্থিত দেখা গেছে। আগতদের নিরাপত্তায় ট্যুরিস্ট পুলিশ, থানা পুলিশ ও নৌ পুলিশ দায়িত্ব পালন করছে।

ঈদের দিন বরগুনা থেকে ঘুরতে আসা এক পর্যটক বলেন, “ঈদুল ফিতরের নামাজ শেষে বন্ধুরা মিলে কুয়াকাটায় এসেছি। সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে সাঁতার কেটেছি। বেশ দারুন সময় পার করছি। সন্ধ্যার পর আমরা আবার বাড়িতে ফিরে যাবো “

গলাচিপা থেকে আসা এক দম্পতি বলেন, মোটরসাইকেলে করে দুপুর ১টায় কুয়াকাটায় পৌঁছেছেন তারা। সৈকতের পরিবেশটা বেশ দারুন লেগেছে তাদের। সন্ধ্যার মধ্যে বাড়ি ফিরবেন। তবে হোটেলের ভালো রুম পেলে রাত্রিযাপন করতে পারেন তারা।

কুয়াকাটা ট্যুরিস্ট পুলিশ রিজিয়নের সহাকারী পুলিশ সুপার হাবিবুর রহমান বলেন, “আগতদের নিরাপত্তায় বিভিন্ন পর্যটন স্পটে আমাদের পুলিশ সদস্য মোতায়েন রয়েছে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে গোয়েন্দা নজরদারি রয়েছে। পাশাপাশি থানা পুলিশ ও নৌ পুলিশের সদস্যরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করছেন। আশা করছি, দর্শনার্থী ও পর্যটকরা নিরাপদে তাদের ভ্রমন উপভোগ করতে পারবে।”

-B